

ইনসারফ ও স্বাধীনতা

সম্প্রতি প্রখ্যাত ভারতীয় লেখক অরুন্ধতী রায়ের কাশ্মীর বিষয়ে করা মন্তব্য নিয়ে ভারতে বিতর্ক চলছে। এমনকি তাঁকে গ্রেপ্তারের কথাও উঠেছে। এ বিষয়ে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করে যে বক্তব্য দেন, এখানে তা প্রকাশ করা হলো।

লিখছি কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর থেকে। আজকের (মঙ্গলবার) সকালের পত্রিকাগুলো বলছে, কাশ্মীর বিষয়ে সম্প্রতি আমি প্রকাশ্যে যা বলেছি, তার জন্য জনগণকে উসকে দেওয়ার অভিযোগে আমাকে হয়তো গ্রেপ্তার করা হতে পারে। আমি যা বলেছি, তা এখনকার লাখ লাখ মানুষ প্রতিদিনই বলে যাচ্ছে। আমি যা বলেছি, তা আমি সহ আরও অনেক লেখক ও ভাষ্যকার বছরের পর বছরজুড়ে বলে আসছেন।



কেউ যদি কষ্ট করে আমার বক্তৃতার শ্রুতিলিখন পড়েন তো দেখবেন, আসলে আমি যা বলেছি তা বুনিয়াদি ভাবে সুবিচারের জন্য দাবি। আমি সেই কাশ্মীরি জনগণের জন্য সুবিচারের দাবি করেছি, যারা বিশ্বের অন্যতম নির্মম সামরিক

দখলদারির মধ্যে বাস করে আসছে। আমি বলেছি কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের কথা, যারা তাঁদের স্বভূমি থেকে উচ্ছেদ হওয়ার করুণ বাস্তবতায় বাস করছেন। আমি বলেছি সেসব দলিত সৈন্যদের কথা, কাশ্মীরের সংঘাতে যারা মারা গেছেন। আমি কুড্ডালোর গ্রামে তাঁদের কবর দেখতে গিয়েছিলাম। আবর্জনার স্তুপের নিচে সেসব কবর ঢাকা পড়েছে। আমি বলেছি ভারতের সেসব দরিদ্র মানুষের কথা, এই দখলদারির মূল্য যাঁদের দিতে হচ্ছে শরীর দিয়ে, জীবন দিয়ে। তাঁরা সবাই এখন ত্রাসের রাজত্বে বসবাস করা শিখছেন, যে রাজত্ব দিনকে দিন পুলিশি রাষ্ট্র হয়ে উঠছে।

গতকাল (সোমবার) আমি আপেলের শহর শোপিয়ানে গিয়েছিলাম। ৪৭ দিন ধরে শহরবাসী আয়েশা ও নিলুফার নামের দুই তরুণীকে নৃশংসভাবে ধর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদে শহরটিকে বন্ধ করে রেখেছে। তাঁদের লাশ পাওয়া গিয়েছিল তাঁদেরই বাড়ির ধারের এক চিকন নালায় মধ্যে। এত দিন পার হয়ে গেলেও এখনো তাঁদের

খুনিদের বিচারের মুখোমুখি করা হয়নি।

আমি নিলুফারের স্বামী আয়েশার ভাই শাকিলের সঙ্গে দেখা করি। সেখানে আমাদের ঘিরে অজস্র ব্যথিত ও ত্রুঙ্ক নর-নারী দাঁড়িয়ে ছিলেন। ভারতের কাছ থেকে তাঁরা কখনো 'ইনসারফ' পাবেন, এ আশা তাঁরা হারিয়ে ফেলেছেন। এখন তাঁরা বিশ্বাস করেন, তাঁদের একমাত্র আশার নাম হলো 'আজাদি'—স্বাধীনতা। অল্পবয়সী ছেলেদের সঙ্গেও আমার দেখা হয়েছে। পাথর ছোড়ার অপরাধে তাদের চোখে গুলি করা হয়। যে তরুণের সঙ্গে আমি এখানে-সেখানে গিয়েছিলাম, তাঁর কাছ থেকে

শোনা, কীভাবে তার তিন অল্পবয়সী বন্ধুকে ধরে নিয়ে গিয়ে পাথর ছোড়ার শাস্তি হিসেবে আঙুলের নখ উপড়ে ফেলা হয়েছিল।

সংবাদপত্রে দেখলাম, কারও কারও অভিযোগ যে আমি নাকি 'ঘৃণা ছড়ানো' বক্তব্য দিচ্ছি। আমি নাকি চাই ভারত ভেঙে যাক। অথচ আমি উল্টোটাই চাই। আমি যা বলেছি, তার উৎস

মানুষ গুলিতে মরুক,
কিংবা ধর্ষিত হোক,
কিংবা উপড়ে দেওয়া
হোক তাদের আঙুলের
নখ—এই চাওয়া থেকে
তো আমি কিছু বলিনি।
আমি বরং এর বিপরীত
পরিবেশ চাওয়ার
কথাই বলেছি।

ভালোবাসা ও গৌরব। মানুষ গুলিতে মরুক কিংবা ধর্ষিত হোক কিংবা উপড়ে দেওয়া হোক তাদের আঙুলের নখ—এই চাওয়া থেকে তো আমি কিছু বলিনি। আমি বরং এর বিপরীত পরিবেশ চাওয়ার কথাই বলেছি। আমার কথাগুলোর জন্ম এমন এক সমাজে, যা এক ন্যায্য জীবন পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে। সেই রাষ্ট্রকে আমার করুণা হয়, যা লেখকদের মনের কথা প্রকাশ করার পথ বন্ধ করে, তাঁদের নীরব করে দেয়। সেই রাষ্ট্রকে করুণা, যা সুবিচারপ্রার্থীদের জেলে ভরে আর সাম্প্রদায়িক ঘাতকদের, গণহত্যাকারীদের, করপোরেট নচ্ছারদের, লুটেরাদের, ধর্ষকদের এবং যারা গরিবস্য গরিবদের শিকার করে বেড়ায়, তাদের মুক্ত বিচরণে কোনো বাধা দেয় না।

ভারতের দ্য হিন্দু থেকে ভাষান্তর ফারুক ওয়াসিফ

● অরুন্ধতী রায় : বুকায় পুরস্কারপ্রাপ্ত ভারতীয় লেখক ও অধিকারবাদী কর্মী।

সমস্যা কে, লেখক না সন্ত্রাসী?

রোববার বেলা ১১টায় কয়েক শ খ্যাপাটে লোকের দঙ্গল আমার বাড়ির দরজায় আছড়ে পড়ে। সদর দরজা ভেঙে তারা ভেতরে ঢুকে পড়ে এবং সবকিছু তছনছ করে। কাশ্মীর নিয়ে আমার চিন্তার জন্য তারা আমার বিরুদ্ধে স্লোগান দেয়। তারা আমাকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার ঘোষণাও দেয়।

এনডিটিভি, টাইমস নাউ ও নিউজ টয়েন্টিফোরও ততক্ষণে সেখানে হাজির। তাদের ভাবসাব ছিল যেন তারা ঘটনাটি সরাসরি সম্প্রচারের জন্যই এসেছে। টেলিভিশন সংবাদে বলা হয়, যারা আমার বাসায় হামলা করেছে, তাদের বেশির ভাগই বিজেপির মহিলা মোর্চা সংগঠনের সদস্য।

তারা চলে গেলে পুলিশ আমাকে বলে, এরপর যখনই টেলিভিশনের ওবি ভ্যান আমার বাড়ির আশপাশে দেখতে পাব, তখনই যেন পুলিশে খবর দিই। কারণ, ওবি ভ্যান

মানেই কোথাও দল বেঁধে আমার বাড়িতে হামলার জন্য খ্যাপাটেরা জড়ো হয়েছে। প্রশ্ন হলো, পুলিশ জানার আগেই কীভাবে টেলিভিশন চ্যানেলের লোকেরা সম্ভাব্য হামলার খবর পেয়ে যায়? এ বছরেরই জুন মাসের ঘটনা, ভারতের সরকারি সংবাদ সংস্থা প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া (পিটিআই) বরাত দিয়ে আমাকে নিয়ে একটা ভূয়া খবর সংবাদপত্রগুলোতে ছাপা হয়। ওই বানোয়াট খবরের অসিলায় দুজন মোটরসাইকেল আরোহী আমার বাড়ির জানালার কাচ ভেঙে দিয়ে চলে যায়। এবং কী আশ্চর্য, এ দুজনেরও সঙ্গে ছিল টেলিভিশনের ক্যামেরাম্যান।

এই খ্যাপাটেদের দঙ্গলের সঙ্গে মিডিয়ার কি কোনো চুক্তি আছে যে, তারা হামলা চালাতে আসার সময় ওদের খবর দেবে আর মিডিয়ার ক্যামেরা দিয়ে সেই ঘটনা সরাসরি প্রচার করা হবে? মিডিয়ার সঙ্গে কি তারা সমঝোতা করেই এসেছে যে, ঘটনা ঘটান স্থানে মিডিয়ার লোক হাজির থাকা মানেই বিক্ষুব্ধরা সহিংস হয়ে উঠবে না? রোববারের মতো যদি আবার আইনের বরখেলাপ করে আমার বাড়িতে অনুপ্রবেশ করা হয়, কিংবা তার থেকেও খারাপ কিছু ঘটলে তারা কী করবে? তখন কি মিডিয়া ওই অপরাধের সহযোগী হয়ে উঠবে? কিংবা ইতিমধ্যেই কি তারা সেটাই করছে না? বিজেপি ও মিডিয়া কি পরিকল্পিতভাবে আমার ওপর হামলা চালানোর মানুষকে উৎসাহিত করছে না?

প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা ইতিমধ্যে কিছু টেলিভিশন চ্যানেল ও সংবাদপত্র সরাসরি আমার বিরুদ্ধে মানুষকে

খেপিয়ে তোলার কাজে খোলাখুলিভাবে নিয়োজিত।

স্পর্শকাতর খবর প্রকাশ করার প্রতিযোগিতার দৌড়ে খবর জানানো আর খবর করার মধ্যে পার্থক্য আসলেই ঘুচে যাচ্ছে। টেলিভিশনের দর্শক বাড়ানোর এই খেলায় কিছু মানুষের বলি হওয়ার সম্ভাবনা কি তারা পরোয়া করছে?

সরকার জানিয়ে দিয়েছে যে, কাশ্মীরের স্বাধীনতা বিষয়ে আয়োজিত এক সেমিনারে আমিসহ আর কারও কারও দেওয়া বক্তব্যের কারণে আমাদের বিরুদ্ধে হঠকারিতার অভিযোগ নিয়ে তারা অগ্রসর হবে না। তাই এখন মনে হচ্ছে, আমাকে শান্তি দেওয়ার দায়িত্ব তুলে নিয়েছে ডানপন্থী ঝটিকা আক্রমণকারীরা।

চরমপন্থী বজরং দল ও আরএসএস খোলাখুলিভাবে জানিয়ে দিয়েছে, যেকোনো মূল্যে তারা আমার দফারফা করবে। প্রয়োজনে সারা দেশে আমার বিরুদ্ধে মামলা করা

হবে। তারা কী কী করতে পারে এবং কী কী করার সামর্থ্য ধারণ করে আর করতে চায়, তার সাক্ষী এখন সারা দেশ।

এ অবস্থায় যখন খোদ স র ক া র ই সহনশীলতার মাত্রা অবলম্বন করছে, তখন কি মিডিয়ার একটি অংশকে এবং গণতন্ত্রের বিভিন্ন কাঠামো ভাঙা করে আমার বিরুদ্ধে গণ-অসন্তোষ দিয়ে বিচার করার ব্যবস্থা

করা হচ্ছে? আমি বুঝতে পারছি যে, বিজেপির মহিলা মোর্চা আমার বিরুদ্ধে লোক খেপিয়ে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছে। এসবের মাধ্যমে তারা আসলে নিজেদের জঙ্গি কার্যকলাপ ফাঁস হওয়ার ঘটনা থেকে মানুষের দৃষ্টি অন্যদিকে সরাতে চায়। সম্প্রতি ভারতের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআই আজমির শরিফে বোমা বিস্ফোরণের অভিযোগে বিজেপি কর্মী ইন্ড্রেশ কুমারের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করেছে। ওই ঘটনায় বেশ কয়েকজন মানুষ নিহত হন এবং আহত হন অনেকে।

কিন্তু কী কারণে প্রধান প্রধান গণমাধ্যমই সেই একই কাজে লিপ্ত হয়েছে?

অজনপ্রিয় চিন্তাভাবনা লালনকারী কোনো লেখকের থেকে কি সন্ত্রাসী বোমা বিস্ফোরণের দায়ে অভিযুক্ত কোনো সন্ত্রাসী কম বিপজ্জনক? নাকি সেইসব গণমাধ্যম ও সন্ত্রাসী উভয়ই একই সহিংস আদর্শের অনুসারী?

কাউন্টারকোরেন্টস থেকে অনুবাদ ফারুক ওয়াসিফ

● অরুন্ধতী রায়: বুকায় পুরস্কারপ্রাপ্ত ভারতীয় ভিন্নমতাবলম্বী লেখক, ঔপন্যাসিক ও অধিকারকর্মী।

